# পাহাড়ী ধস ও আবর্জনা পড়িয়া কাপ্তাই হ্রদের গভীরতা হ্রাস পাইতেছে

রাঙ্গামাটি সংবাদদাতা ॥ পাহাড় ধসিয়া এবং ময়লা-আবর্জনা পড়িয়া সুবিশাল কাপ্তাই হ্রদের গভীরতা আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাইতেছে। হ্রদে পানি ধারণ ক্ষমতা কমিয়া যাইতেছে।

গত বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ বর্ষাকালে কাপ্তাই হ্রদ তীরবর্তী পাহাড়ে ব্যাপক ধসের সৃষ্টি হইতেছে। পাহাড়ের বিরাট বিরাট অংশ ধসিয়া কাপ্তাই হ্রদে পড়িতেছে। হ্রদের তীরবর্তী হাজার হাজার পরিবারের ময়লা-আবর্জনা কাপ্তাই হ্রদেই ফেলা হইতেছে। বৃষ্টির সময় বিপুল পরিমাণ ময়লা-আবর্জনা পানির স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া হ্রদে পড়ে।

বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া এইভাবে কাপ্তাই হ্রদ ভরাট হইতেছে। সকলের চোখের সামনে দিয়া এই অবস্থা চলিতে থাকিলেও ইহার প্রতিকারে কেহ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেছে না। অন্ততঃ ময়লা-আবর্জনা হ্রদে না ফেলিবার জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা হয় নাই বা ময়লা-আবর্জনা ফেলিবার বিশেষ কোন স্থানও তৈরী করা হয় নাই। সামান্য বৃষ্টি হইলেই হ্রদ ভরাট হইয়া যায়। সৃষ্টি হয় বন্যার। হ্রদ তীরবর্তী জনগণের ঘরবাড়ী, আবাদী জমি তলাইয়া যায়। ইহাছাড়াও হ্রদের পানি দূষিত হইয়া পড়াতে পানিবাহিত রোগ দেখা দেয়।

১৯৬২ সালে কাপ্তাইয়ে বাঁধ দিয়া জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পর ক্রমান্বয়ে পার্বত্য এলাকায় জনবসতি বৃদ্ধি ও নির্বিচারে পাহাড়ের গাছ কাটায় পাহাড়ের মাটি আলগা হইয়া পড়ে। যাহার ফলে পাহাড়ে ধসের সৃষ্টি হইতেছে। ৩ শত বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট কাপ্তাই হ্রদের সর্বোচ্চ ৫২ লক্ষ ৭০ হাজার ঘনফুট পানি ধারণ ক্ষমতা; কিন্তু এখন আর উল্লিখিত ধারণ ক্ষমতা হ্রদের নাই। ইতিমধ্যে দুইটি নূতন ইউনিট বসাইয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে। কিন্তু স্থানীয় জনগণের প্রবল আপত্তির মুখে কার্যক্রম স্থগিত হইয়াছে। কিন্তু হ্রদে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা না হইলে নূতন ইউনিট বসাইয়া বিশেষ কোন লাভ হইবে না। পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে কাপ্তাই হ্রদে ড্রেজিং জরুরী। ড্রেজিং করা হইলে পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়িবে। অকাল বন্যার সৃষ্টি হইবে না।

# ২৪ ঘণ্টায় পুলিশ অভিযানে ১৩ জন গ্রেফতার ॥ আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা উদ্ধার

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে গত চব্বিশ ঘন্টায় পুলিশ অভিযান চালাইয়া ১৩ জনকে গ্রেফতার করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা উদ্ধার করে। গতকাল সোমবার তেজগাঁও থানা পুলিশ কাজীপাড়া মাঠ এলাকা হইতে পাঁচটি তাজা বোমাসহ সেলিম নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে। সে বোমা সেলিম হিসাবে পরিচিত।

গত রবিবার রাতে গোয়েন্দা পুলিশ ৬৩, হৃষীকেশ দাস রোডস্থ বাড়ীর ছাদ হইতে চারটি অস্ত্রসহ মোঃ আশরাফ আলী ও রিপন নামে দুইজনকে গ্রেফতার করে। গোয়েন্দা পুলিশের অপর দল আগারগাঁও বস্তি হইতে রিয়াজ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতারপূর্বক গুলীভর্তি অস্ত্র, পেট্রোল বোমা ও বোমা তৈরীর পাউডার উদ্ধার করে। মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ আসাদ গেটে রিকশা যাত্রী মমরাজ আলী ও বোরহান উদ্দিনের দেহে তল্লাশী চালাইয়া ৮টি তাজা বোমা উদ্ধার করে।

পুলিশ আরও জানায়, আসাদ গেট হইতে বোমা উদ্ধারের দুই ঘন্টা পর রাত সাড়ে আটটায় কয়েকটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে মমতাজ আলম ও মনির হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়। গভীর রাতে পল্লবী থানা পুলিশ ১২ নম্বর সেকশনের ডি ব্লক হইতে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি রিভলবার উদ্ধার করে। কাওরান বাজারে বোমা বিস্ফোরণের সহিত জড়িত সন্দেহে মিজানুর রহমান ও মাসুদুর রহমান নামে দুই যুবককে গ্রেফতার করা হয়। ডেমরা থানা পুলিশ দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী হইতে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১৮টি ককটেল উদ্ধার করে। শ্যামপুর থানা পুলিশ দোলাইরপাড় হইতে ২টি তাজা বোমাসহ ইব্রাহিম ও রাসেল নামে দুই যুবককে গ্রেফতার করে।

সুত্রাপুর থানা পুলিশ জানায়, রিম্যান্ডে থাকা কুপ্পাকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাহার দেওয়া তথ্য মতে গত রবিবার গভীর রাতে পার গেন্ডারিয়া নামাপাড়া বস্তিতে তল্লাশী চালান হয়। তল্লাশীকালে তিন রাউন্ড গুলী ও একটি বন্দুক উদ্ধার করা হয়।

# লাঠিটিলা সীমান্তে বিএসএফ-এর মর্টার শেল নিক্ষেপ

সিলেট অফিস ॥ রবিবার রাতে মৌলভীবাজারের লাঠিটিলা সীমান্তের ওপারে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ তিন রাউন্ড মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করার খবর পাওয়া গিয়াছে।

সীমান্ত সূত্রে জানা যায়, রাত ১০টা ৩৫ মিনিটের সময় অতর্কিতে মর্টার সেলের আওয়াজ পাইয়া বাংলাদেশ সীমান্তের অধিবাসীরা আতঙ্কিত হইয়া উঠে। সীমান্ত ঘেঁষা বাড়ী ঘর হইতে ভীতসন্ত্রস্ত অনেকে অন্যত্র আশ্রয় নেন। মর্টার সেলের আওয়াজ পাওয়ার পর বিডিআর তাৎক্ষণিকভাবে বিএসএফের সহিত যোগাযোগ করিলে তাহারা বিডিআরকে জানায়, তাহাদের সীমান্তে উপজাতীয় বিদ্রোহীদের অনুপ্রবেশ সন্দেহে বিএসএফ তাহাদের এলাকায় মর্টার গোলা নিক্ষেপ করিয়াছে। এই ঘটনায় বিডিআর সতর্কাবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। সীমান্তে জনগণের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করিতেছে।

এদিকে তামাবিল সীমান্ত পরিস্থিতি ক্রমশ স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছে। গতকালও তামাবিল স্থল বন্দর দিয়া কয়লা আমদানী হয়। পাথর-কোয়ারীগুলিতে পাথর উত্তোলনের কাজ চলিতেছে।

## দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সাংবাদিক

রেজাউল করিম, ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি ॥ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পেশাদার সাংবাদিকদের জীবন ক্রমশঃ ঝুঁকিপূর্ণ হইয়া পড়িতেছে। গত ছয় বছরে সন্ত্রাস কবলিত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ৯ জন সাংবাদিক খুন এবং অর্ধশত জখম হইয়াছেন। বিভিন্ন সন্ত্রাসী বাহিনীর দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে লিখিতে গিয়া উহাদের হাতেই এইসব সাংবাদিক খুন-জখম হইয়াছেন।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের জেলা শহর হইতে শুরু করিয়া উপজেলা পর্যন্ত বিভিন্ন নামে গড়িয়া উঠিয়াছে অপরাধীচক্র। এক শ্রেণীর রাজনৈতিক গডফাদারের ছত্রচ্ছায়ায় গড়িয়া উঠা কথিত চরমপন্থী, চোরাকারবারী সিন্ডিকেট, চিংড়ি ঘের মালিক অত্রাঞ্চলের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। কতিপয় অসাধু সরকারী কর্মকর্তাও এই অপরাধীচক্রের নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ করে। এসব অপরাধীর অপরাধ জগতের কাহিনী ফাঁস করিতে গিয়া সাংবাদিকরা উহাদের প্রধান টার্গেটে পরিণত হইতেছেন। স্বার্থে আঘাত পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীচক্র মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করিয়া সাংবাদিকদের প্রাণ সংহার করিতেছেন। গত রবিবারই খুলনায় নহর আলী নামে একজন সাংবাদিক সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হইয়াছেন। ইহাছাড়া সশস্ত্র হামলা চালাইয়া পঙ্গু বানাইয়া উহাদের জীবন অচল করিয়া দিতেছে। সন্ত্রাসীদের এইরূপ হামলার সর্বশেষ শিকারে পরিণত হইয়াছেন ফরিদপুরের সাংবাদিক প্রবীর শিকদার। গত শুক্রবার সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্য দিবালোকে তাহার উপর সশস্ত্র হামলা চালাইয়া তাহাকে পঙ্গু বানাইয়া দিয়াছে।

গত '৯৪ সাল হইতে ২০০০ সাল পর্যন্ত এ অঞ্চলে যশোরের সাংবাদিক শামছুর রহমান, সাইফুল আলম মুকুল, ফারুক হোসেন, আঃ গফফার, ঝিনাইদহের মীর ইলিয়াস হোসেন, রেজাউল করিম, চুয়াডাঙ্গার বজলুর রহমান এবং সাতক্ষীরার স ম আলাউদ্দিন সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হইয়াছেন। উহাদের হামলায় এ সময় জখম হইয়া পঙ্গুত্ববরণ করিয়াছেন বাগেরহাট, খুলনা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, নড়াইল, যশোর, সাতক্ষীরার অন্ততঃ ৫০ জন পেশাদার সাংবাদিক। কিন্তু এইসব ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিচার পর্যন্ত করা হইতেছে না।

## পাকিস্তান নৌ বাহিনীর জাহাজ ও সাবমেরিনের চট্টগ্রাম ত্যাগ

পাকিস্তান নৌবাহিনীর দুইটি জাহাজ পিএনএস মঈন (অয়েল ট্যাংকার) টিপু সুলতান (ডেস্ট্রয়ার) এবং সাবমেরিন শুশুক বাংলাদেশে চারদিনের সফর শেষে গত রবিবার স্বদেশের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম বন্দর ত্যাগ করে।

বন্দরে অবস্থানকালে জাহাজের অধিনায়ক স্থানীয় সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীর আঞ্চলিক কমান্ডারদের সহিত সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের অফিসার ও নাবিকগণের সহিত সৌহার্দ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দেশের অফিসার এবং নাবিকদের মধ্যে খেলাধূলা এবং প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। সফরকালে পাকিস্তান নৌবাহিনীর অফিসার এবং নাবিকবৃন্দ চট্টগ্রামের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান এবং কাপ্তাই নৌ-ঘাঁটি বা নৌ জা শহীদ মোয়াজ্জমে ভ্রমণ করেন।–আইএসপিআর

# পাংশায় ধিক্কার দিবসের মিছিলে হত্যাকাণ্ড ॥ বিএনপির ৬৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা ॥ গ্রেফতার ১২

রাজবাড়ী সংবাদদাতা ॥ পাংশা উপজেলায় ধিক্কার দিবসের মিছিলে গত রবিবার গুলীবিদ্ধ হইয়া নিহত আওয়ামী লীগ কর্মী সাইফুল ইসলামের (১৯) ময়না তদন্তের পর সোমবার নামাজে জানাজা পৌরসভা চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় সংসদ সদস্য কাজী কেরামত আলী ও মোঃ জিল্লুল হাকিম, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য সংগঠনের নেতা-কর্মী অংশগ্রহণ করেন। শেষে লাশ পাংশা পৌরসভা গোরস্থানে দাফন করা হয়। নিহত সাইফুলের পিতা মোঃ খোরশেদ আলম বাদী হইয়া পাংশা থানায় উপজেলা বিএনপি নেতা মোঃ সাসিরুল হক সাবু, আব্দুল আজিজ সরদারকে প্রধান আসামী করিয়া ৬৫ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করিয়াছেন। আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে জননিরাপত্তা আইনে উল্লেখিত ব্যক্তিদ্বয়সহ ৬৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছে। পাংশা পুলিশ আঃ আজিজসহ ১২ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়া রাজবাড়ী জেলহাজতে প্রেরণ করিয়াছে। ইহাতে জেলা বিএনপি শহরে প্রতিবাদ মিছিল করিয়াছে।